## অনঙ্গমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের

# স্মৃতি-তর্পণ

আমাদের কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর কলা বিভাগে অনঙ্গমোহন কয়েক মাস মাত্র অধ্যয়ন করিয়া অকালে পরলোকে গমন করিয়াছে। তাহার চিত্ত অত্যন্ত প্রীতিপ্রবণ ছিল; সেইজন্য সে সমপাঠীদের হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। সৌজন্য ও বিনয়-গুণে সে শিক্ষকদের স্নেহের পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল। সমপাঠী বন্ধুগণ ও অপর ছাত্রগণের মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য সে কলেজে বিতর্ক-সভা, সাহিত্য-সভা ইত্যাদির প্রবর্ত্তন করে। এই কার্য্যে সে বহু আয়াস ও বহু পরিশ্রম স্বীকার করে। তাহার মুখে বালকসুলভ সারল্য যেমন ছিল, তেম্‌নি আবার কর্ম্মোদ্যমের দৃঢ়তা ছিল।

বিগত ৩রা এপ্রিল তারিখে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে কলেজে অনঙ্গমোহনের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশের জন্য একটী সভা অনুষ্ঠিত হয়। বহু অধ্যাপক ও ছাত্রগণ তাহাতে যোগদান করেন। সভাপতি মহাশয় ও একটি ছাত্র অনঙ্গমোহনের গুণকীর্ত্তন ও আত্মার মঙ্গলকামনা করিবার পরে লাইব্রেরী-গৃহে অনঙ্গমোহনের একটি চিত্র উন্মোচিত করা হয়। অনঙ্গমোহনের ভ্রাতৃগণ এই চিত্রটি নিজব্যয়ে কলেজকে প্রদান করিয়াছেন। ইহা ছাড়া সভাস্থলে ঘোষিত হয় যে, তাঁহারা প্রতি বৎসর কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধলেখককে একটি করিয়া স্বর্ণপদক প্রদান করিবেন এবং তাঁহারা সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভার কার্য্য অতিশয় গম্ভীর পবিত্র মনোভাবের সহিত সুসম্পন্ন হয়।

অনঙ্গমোহনের স্মৃতির উদ্দেশে তাহার এক ভ্রাতা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এই—

"অসুখের সময় তার দিদিকে বল্‌ত আমার মন সময় সময় কোথায় যায়, জান? সেই কাঠের ফটক ওয়ালা বকুল গাছ আর তিন তলা বাড়ী Scotts Lane? কোথায় জান? আমার College! বল্‌তে বল্‌তে আনন্দ-দীপ্তিতে তার মুখ উজ্জ্বল হ'ত, তাই তার Photo আমরা আজ এখানে দিতে এসেছি। চোখের জলে গলা বন্ধ হ'য়ে যাবে, তাই বল্‌তে পার্লাম না।"

অনঙ্গমোহনের দুইজন সতীর্থ তাহার আত্মার উদ্দেশে যে শুভ কামনা জ্ঞাপন করিয়াছে তাহাও পর পর প্রকাশিত হইল। সর্ব্বশেষে অনঙ্গমোহনের রচিত একটি কবিতা ও একটি প্রবন্ধ দেওয়া হইল।

# স্মৃতি-তর্পণ

গোপন বেদনা আজি চিত্তে দ্রুত বাজে,
অশ্রু-ছায়া-ঘন ভাব প্রকাশে নয়নে,
রুদ্ধ ভাষা, কি আবেগ কাঁপিছে বদনে,
কাতর বিহ্বল মোরা দুখ-অগ্নি মাঝে।
নিবিড় আঁধার সম ঘেরিয়াছে শোক,
চিত্তমাঝে ক্ষিপ্তধারি ক্ষণে ক্ষণে দুলে,
কি রাগিণী উঠে বেজে তীব্র তান তুলে;
কারে যেন নাহি পাই খুঁজি' সর্ব্বলোক।
কোথায় রয়েছ আজি, তুমি হে অনঙ্গ,
আত্মহারা ছিল সদা তব প্রীতি-সঙ্গ।

হ'ল যবে ছাত্র-সঙ্ঘে নব উদ্বোধন,
সমর্পিয়া নিজ শক্তি জাগালে জীবন।
তোমার উদ্দেশে করি শ্রদ্ধার অর্পণ,
লহ বন্ধু, লহ এই স্মৃতির তর্পণ।

শ্রীঅনিলেন্দ্রনাথ দাস
তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী, কলা বিভাগ।

# অনঙ্গমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিতর্পণ।

এই জগৎ ভগবানের একটী বিরাট পুষ্পোদ্যান। তাঁহার এই বিশ্বোদ্যানে নিত্য কত শত ফুল ফুটে শুধু নিজের জন্য নয়, জগতের জন্য। তার মন-মাতানো রূপ সৌন্দর্য্যপিপাসু নর-নারীর নয়নের কাছে চিরদিন সরল হাস্যময় চঞ্চল শিশুর মত ছুটাছুটি ক'রে বেড়াবে ব'লে তার জন্ম; তার অপূর্ব্ব সুগন্ধ দক্ষিণ বাতাসে ভেসে ভেসে ভুবনকে আকুল কর্‌বে ব'লে তার জন্ম;—জগতের সমক্ষে পরমেশ্বরের অসীম শক্তি, সরলতা ও মহত্ত্ব প্রচার কর্‌বার জন্য তার জীবন। কতকগুলি ফুল বহুদিনের আশা, চেষ্টা ও শক্তির বলে বিকশিত হ'য়ে দুনিয়ার সকলকে স্তম্ভিত ও আমোদিত ক'রেদিনের শেষে ধূলায় লুটিয়ে পড়ে। আর কতকগুলি ফুল নিজেদের স্বরূপ প্রকাশ করবার পূর্ব্বে;—ভুবন-ভুলান সুবাস বিকীর্ণ ক'রে জগতকে সম্পদশীল করবার পূর্ব্বে বৃন্ত হ'তে খ'সে পড়ে। এইরূপ একটী জীবন সাহিত্যদেবীর আরতির জন্য নিজের আকুল আকাঙ্ক্ষার আভাস দিয়ে চ'লে গেল।